



বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১

০৩ ডিসেম্বর ২০২৫

তারিখ: -----

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ আংশিক অবলোপন (Partial Write off) সংক্রান্ত নীতিমালা

ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৪, তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ: ১৯ নভেম্বর ২০২৫ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উল্লেখ্য, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০২৪ এর মাধ্যমে ঋণ অবলোপন এবং তা আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণে ইউনিট গঠন ও উহার কার্যাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং- ৩(৪) এ কোনো ঋণ হিসাব আংশিকভাবে অবলোপন না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ঋণের একটি অংশ আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ মর্মে প্রতীয়মান হলেও বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী আংশিক অবলোপনের সুযোগ না থাকায় এবং কোনো ঋণ হিসাব সম্পূর্ণ অবলোপনের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান সংরক্ষণে ব্যাংক সক্ষম না হওয়ায় উক্ত ঋণ অবলোপন করা সম্ভব হয় না। ফলে মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনাদায়ী হওয়া সত্ত্বেও তা স্থিতিপত্রে প্রদর্শনের ফলে ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক ক্ষীত হচ্ছে এবং ব্যাংকের সম্পদের প্রকৃত মান নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় ঋণ হিসাব আংশিক অবলোপনের আবশ্যিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া, ব্যাসেল নীতিমালা ও আইএফআরএস স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ঋণের আংশিক অবলোপন (Partial Write-off) একটি স্বীকৃত পদ্ধতি বিধায় আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ (ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা)সহ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে এ পদ্ধতির চর্চা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণকরত অনাদায়ী ঋণ হিসাব আংশিক অবলোপন ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে:

- ২.১. মন্দ ও ক্ষতিজনকমানে শ্রেণিকৃত এবং ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ ঋণ হিসাব আংশিক অবলোপন করা যাবে। এক্ষেত্রে ঋণের যে অংশটুকু বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০২৪ অনুযায়ী যোগ্য জামানত (Eligible Collateral) দ্বারা আবৃত সে অংশটুকু আদায়যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে। ঋণের অবশিষ্ট অংশকে এ নীতিমালার আওতায় অবলোপন করা যাবে;
- ২.২. ব্যাংক প্রয়োজনে নিজে অথবা পেশাদার জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা ঋণ হিসাবের বিপরীতে বন্ধকীকৃত জামানতের প্রকৃত বাজারমূল্য নিরূপণ/পুনঃনিরূপণ করতে পারবে;
- ২.৩. আংশিক অবলোপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণহিসাবের আসল ও সুদের অংশের মধ্যে আরোপিত সুদের অংশ আগে অবলোপন করতে হবে;
- ২.৪. আংশিক ঋণ অবলোপনের ক্ষেত্রে অবলোপনকালীন মোট অনারোপিত সুদের অংশকেও আনুপাতিক হারে পৃথক করে আলাদাভাবে হিসাবায়ন করতে হবে;
- ২.৫. ঋণগ্রহীতার নিকট হতে জামানত ব্যতীত আদায়কৃত অর্থ দ্বারা প্রথমে স্থিতিপত্র বহির্ভূত অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে পাওনা সমন্বয় করতে হবে। আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ মোট অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে পাওনার বেশী হলে উদ্বৃত্ত অংশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণহিসাবের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বকেয়া ঋণস্থিতি সমন্বয় করতে হবে। তবে, গ্রাহকের নিকট প্রাপ্য মোট বকেয়া পাওনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বকেয়া ঋণস্থিতি ও তার বিপরীতে অনারোপিত সুদ এবং অনাদায়ী অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে পাওনার সমষ্টিকে বিবেচনা করতে হবে; এবং
- ২.৬. ঋণের আংশিক অবলোপনকৃত অংশ সমন্বয় পরবর্তীতে স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত অংশ আদায়ের লক্ষ্যে উক্ত ঋণহিসাবের অনুকূলে পুনঃতফসিল বা এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে।

৩। বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৪/২০২৪ এর অনুচ্ছেদ ৩(৪) এতদ্বারা রহিত করা হলো। কোনো ঋণ হিসাব আংশিক অবলোপনের ক্ষেত্রে উক্ত সার্কুলারের অন্যান্য নির্দেশনা এবং উক্ত সার্কুলারের অনুবৃত্তিক্রমে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ বায়েজীদ সরকার)
পরিচালক(বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২